রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন)

হাদিস নাম্বারঃ ১৭২ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৬৮]

বিবিধ (كتاب المقدمات)

পরিচ্ছেদঃ ১৭: আল্লাহর বিধান মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। আর যাকে এর দিকে আহ্বান করা হবে ও তাকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া হবে, সে কী উত্তর দেবে?

(17) ـ باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى

আরবী

عن أبي هريرة، رضي الله عنه ، قال: لما نزلت على رسول الله، صلى الله عليه وسلم : (لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) الآية (البقرة:283) أشتد ذلك على أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال مانطيق: الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أتريدون أن تقولوا كما قال: أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" فلما اقترأها القوم، وذلت بها ألسنتهم؛ أنزل الله تعالى في إثرها: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى؛ فأنزل الله عز وجل: (لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال: نعم (ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) قال: نعم (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) قال : نعم (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) قال: نعم" (رواه مسلم).

বাংলা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥ ﴾ [النساء: ٦٥]

অর্থাৎ “কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু’মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।” (সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٥١ ﴾ [النور: ٥١]

অর্থাৎ যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, ’আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।’ আর ওরাই হল সফলকাম। (সূরা নূর ৫১ আয়াত)

এই পরিচ্ছেদের সঙ্গে যে সব হাদীস সম্বন্ধ রাখে তার মধ্যে আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ’আনহু-এর সেই হাদীসটিও অন্তর্ভুক্ত; যা পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আরো হাদীস রয়েছে, যার কিছু নিম্নরূপঃ-

১/১৭২। আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ’আনহু বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল, অর্থাৎ ’’আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। যদি তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে তার হিসাব গ্রহণ করবেন।’’ (সূরা বাক্বারাহ ২৮৪ আয়াত) তখন এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের জন্য প্রচণ্ড ভারী মনে হল। ফলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন এবং তাঁরা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে গিয়ে বললেন, ’হে আল্লাহর রাসূল! আমরা (এমন) অনেক কাজের আদিষ্ট হয়েছি, যা (সম্পাদন) করা আমাদের ক্ষমতাধীন; (যেমন) নামায, জিহাদ, রোযা ও সাদকাহ। আর এই আয়াতটি যে আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ’’তোমরা কি তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান)দের মত বলতে চাও যে, ’আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম?’ বরং তোমরা বল, ’আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।’ সুতরাং যখন লোকেরা আয়াতটি পড়ল এবং তাদের জিভে সেটি পঠিত হতে থাকল, তখন আল্লাহ তা’আলা তারপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন, ’’রাসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও। সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং

তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) 'আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' আর তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।'' (সূরা বাক্বারা ২৮৫ আয়াত)

যখন তাঁরা এ কাজ করলেন, তখন পূর্ববর্তী আয়াতটিকে আল্লাহ মনসূখ (রহিত) করে দিলেন। অতঃপর (তার পরিবর্তে) অবতীর্ণ করলেন, ''আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! 'হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! 'হে আমাদের রব! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! 'আর তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ![1]

English

(17) Chapter: Obedience to the command of Allah is an obligatory duty

Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
When it was revealed to Messenger of Allah (ﷺ): "To Allah belongs all that is in the heavens and all that is on the earth, and whether you disclose what is in your own selves or conceal it, Allah will call you to account for it," the Companions of Messenger of Allah (ﷺ) felt it hard and severe and they came to Messenger of Allah (ﷺ) and sat down on their knees and said: "O Messenger of Allah, we were assigned some duties which were within our power to perform, such as Salat (prayer), Saum (fasting), Jihad (striving in the Cause of Allah), Sadaqah (charity). Then this (the above mentioned) Verse was revealed to you and it is beyond our power to live up to it." Messenger of Allah (ﷺ) said, "Do you want to say what the people of two Books (Jews and Christians) said before you: 'We hear and disobey?' You should rather say: 'We hear and we obey, we seek forgiveness, our Rubb and unto You is the return."' And they said: "We hear and we obey, (we seek) Your forgiveness, our Rubb! And unto You is the return." When the people recited it and it smoothly flowed on their tongues, then Allah revealed immediately afterwards: "The Messenger (Muhammad (ﷺ)) believes in what has been sent down to him from his Rubb, and (so do) the believers. Each one believes in Allah, His Angels, His Books, and His Messengers. (They say), 'We make no distinction between one another of His Messengers' - and they say, 'We hear, and we obey. (We seek) Your

forgiveness, our Rubb, and to You is the return (of all)". When they did that, Allah abrogated this (Ayah) and Allah the Great revealed: "Allah burdens not a person beyond his scope. He gets reward for that (good) which he has earned, and he is punished for that (evil) which he has earned." (The Prophet (ﷺ) said): "Yes. 'Our Rubb! Lay not on us a burden like that which You did lay on those before us (Jews and Christians)". (The Prophet (ﷺ) said): "Yes. 'Our Rubb! Put not on us a burden greater than we have strength to bear". (The Prophet (ﷺ) said): "Yes. 'Pardon us and grant us forgiveness. Have mercy on us. You are our Maula (Patron, Supporter and Protector) and give us victory over the disbelieving people".
He (the Prophet (ﷺ)) said: "Yes".

[Muslim].

ফুটনোট

[1] মুসলিম ১২৫, আহমাদ ২৭৯০৪

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=22473

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন